যায়যায়দিন

তারিখ 20 MAR 2007

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী কারিকুলাম দরকার

খুলনা অফিস

প্রেসিডেন্ট এবং খুলনা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ আজ আমাদের দোরগোড়ায়। এ চ্যালেঞ্জ থেকে পিছিয়ে পড়ার অবকাশ নেই বা অবহেলা করার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যুগোপযোগী কারিকুলাম গ্রহণ করতে হবে, যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতার সঙ্গে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। গতকাল সোমবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সমাবর্তনে সভাপতির বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকার কারণেই এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট মেয়াদে শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করতে পেরেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মপরিকল্পনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, গতানুগতিক ধারা বাদ দিয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সদিচ্ছা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে একটি প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর

পৃ ২ ›› ক ৭

গতকাল খুলনা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে এক শিক্ষার্থীকে মেডাল পরাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ -পিআইডি

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রূপে গড়ে তোলা যায়। এর প্রমাণ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেসিডেন্ট নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশ করে, বলেন, তোমাদের মনে রাখতে হবে এ অর্জনের পেছনে ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণের বিপুল অবদান রয়েছে। তোমাদের সময় এসেছে সে ঋণ শোধ করার। তোমরা যদি সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারো তাহলেই সে ঋণ শোধ হবে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, আমাদের রয়েছে বিশাল জনগোষ্ঠী, সমতল ভূমি আর মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তিনি বলেন, যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপন শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। প্রেসিডেন্ট বলেন, এক সময় দেশের মেধাবীরা উঠে আসতো প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে। এখন মেধা তালিকার পুরোটাই দখল করেছে শহরের কতিপয় নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি গ্রাম ও শহরের শিক্ষার মানের পার্থক্য ঘোচাতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এ ব্যবধান বিদ্যমান থাকলে তা জাতির জন্য সুখকর হবে না। বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির সর্বাধিক সুযোগ নেয়ার পাশাপাশি তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণার মূল কেন্দ্রে পরিণত করার পরামর্শ দেন।

ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত তৃতীয় সমাবর্তনে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ১ হাজার ৪৫৩ ছাত্রছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রি দেয়া হয়। সকাল ১১টায় প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে পৌছান। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শুরু হয় কনভোকেশন প্রসেশন। এতে চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েটরা অংশ নেন। প্রসেশনটি ক্যাম্পাস ঘুরে অনুষ্ঠানস্থলে এসে শেষ হয়।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।